

## লোক-লোকান্তর আল-মাহমুদ

### ➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

### ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✖ শিখন ফল.....	৪
✖ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✖ লেখক পরিচিতি.....	৪
✖ উৎস পরিচিতি.....	৫
✖ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✖ নামকরণ.....	৫
✖ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✖ বানান সতর্কতা.....	৬

### ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✖ অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর.....	৭
✖ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✖ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✖ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

### ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✖ বাড়ির কাজ.....	৩২
✖ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

### ➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

- ✖ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

### ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

#### ■ শিখন ফল

- ধর্মের প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতার স্বরূপ।
- অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রতি মানুষের চিরন্তন প্রবণতা ব্যাখ্যা।
- সামাজিক মানুষের আধিপত্যকামী মানসিকতার স্বরূপ।
- সামাজিক স্বার্থের ওপর ব্যক্তিস্বার্থের প্রভাব বিশ্লেষণ।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা ও নির্যাতনের স্বরূপ।
- গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের জীবনচিত্রের স্বরূপ অঙ্কন।
- উপন্যাসে চিত্রিত মানুষের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের স্বরূপ।
- পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজের চিকিৎসা পদ্ধতির রীতিনীতি।
- মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মানসিকতা বিচার।

#### ■ পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতাটি আল মাহমুদের ‘লোক-লোকান্তর’ কাব্যের নাম-কবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির চেতনা যেন সত্যিকারের স্রাণ এক অস্তিত্ব-পাথিতূল্য সেই কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস। কবি চিত্রকল্পের মালা গাঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে।

#### ■ কবি পরিচিতি

নাম	: আল মাহমুদ
	প্রকৃত নাম : মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই।
	জন্মস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রাম।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : আবদুর রব মির। মাতার নাম : রওশন আরা মির।
শিক্ষাজীবন	ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।
কর্মজীবন/পেশা	দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ‘দৈনিক গণকণ্ঠ’ ও দৈনিক ‘কর্ণফুলী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসরে যান।
সাহিত্য সাধনা	তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— কাব্যগ্রন্থ : ‘লোক-লোকান্তর’, ‘অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না’, ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’, ‘আরব্য রজনীর রাজহাঁস’। শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ : ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে’। উপন্যাস : ‘ডাছুকী’, ‘কবি ও কোলাহল’, ‘নিশিন্দা নারী’, ‘আগুনের মেয়ে’। ছোটগল্প : ‘পানকৌড়ির রক্ত’, ‘সৌরভের কাছে পরাজিত’, ‘গন্ধবণিক’।
পুরস্কার ও সম্মাননা	তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

#### ■ উৎস পরিচিতি

‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি কবি আল মাহমুদ-এর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘লোক-লোকান্তর’-এর নাম কবিতা।

#### ■ বস্তুসংক্ষেপ

কবি আল মাহমুদ গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিরায়ত রূপ নিজস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে শিল্পিত করে তোলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার অনন্যসাধারণ এই কবি যন্ত্রণাদগ্ধ শহর জীবনের পরিবর্তে স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রশান্ত গ্রাম্যজীবন নিয়ে এক অনন্য জগৎ তৈরি করে তাতে আত্মমগ্ন হন।

‘লোক-লোকান্তর’ আল মাহমুদের একটি আত্মজৈবনিক বা আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। এখানে কবি ও কবিতা এক অভিন্ন সত্তা। এদেশের কবিতার মধ্যে কবির অস্তিত্ব আর কবির মধ্যেই কবিতার বসবাস। কবির চেতনা এক প্রাণবন্ত অস্তিত্ব, সাদা এক

সত্যিকার পাখির সাথে তা তুলনীয়। সাদার মধ্যে সব রং যেমন মিশে থাকে, তেমনি কবির চেতনার মধ্যে বিচিত্র ও অফুরন্ত রং-রূপ, সৌন্দর্য-মহিমা মিশে আছে। কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের সুগন্ধী ডালে বসে বাংলার চিরায়ত রূপ, রহস্যময় নিসর্গ সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। রং-রূপ, সৌন্দর্য-মাধুর্য ও সুরের স্নিগ্ধ কোমলতায় কবির চেতনার মণি যখন উজ্জ্বল হয়, তখন কবি সৃষ্টির প্রেরণায় মেতে ওঠেন। পৃথিবীর যাবতীয় নিয়মকানুন, বিধি-বিধান, ধর্ম-সমাজ, সংস্কার-লোকালয় সবকিছু তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর চেতনার জগৎ জুড়ে সপ্রাণ থাকে কেবল রং-রূপ-রেখা শব্দাবলি, যা দিয়ে তিনি সযত্নে নির্মাণ করেন কবি-প্রতিমা, চিত্রকল্পের মালায় গাঁথে মূর্ত করে তোলেন অপরূপ কাব্য ভাস্কর্য, যা তাঁর কাব্য চেতনারই স্বরূপ। সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনায় কবি যখন কাতর হন, তখন কাব্য সৃষ্টির অনন্য উপহার তাঁর সে যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে। বিচিত্র টানাপড়েন আর জীবন সঞ্চারের ভেতর দিয়ে তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়। কবিতার সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টির আনন্দ আর বিজয় তাঁর সে সব দুর্বলতা ভুলিয়ে দেয়। কবি আবার প্রকৃতি ও নিসর্গের রূপমুগ্ধ রহস্যময়তায়, অন্তর্লীন হয়ে সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন— বিজয় হয় কবিতার।

### ■ নামকরণের সার্থকতা যাচাই

সাহিত্য শিল্পে নামকরণ সাধারণভাবে যতটা সহজ, অন্তর্নিহিত ভাবের বিচারে ততটাই কঠিন। বিশেষ করে প্রতীকী নামকরণের অন্তর্লীন রহস্যময়তা ভেদ করে তা উদ্ভাৱ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কবি আল মাহমুদের ‘লোক-লোকান্তর’ তেমনি একটি নাম, যা কবিতার অন্তর্নিহিত বিষয়ের গভীর থেকে খুঁজে নিতে হয়। অন্তর্নিহিত বিষয় অনুসরণেই কবিতার প্রতীকী নামকরণ করা হয়েছে ‘লোক-লোকান্তর’। লোক থেকে লোকান্তর এই উৎস পর্যালোচনা করলে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করাকে বোঝায়। কবি চিরায়ত বাংলার স্নিগ্ধ রূপময়তা ও সৌন্দর্যবোধের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন কোনো জগতের আশ্চর্য রূপমুগ্ধতায় অন্তর্লীন হয়ে যান। বস্তুত কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সাদা পাখিতুল্য এক প্রাণময় অস্তিত্ব, সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে যার অবস্থান। চিরায়ত বাংলার রূপ-সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার অনিন্দ্য মুগ্ধতা তার অন্তরজুড়ে। কবির প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে কবিসত্তার বসবাস। কবি যখন সৃষ্টি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় চেতনার মণি, সত্য হয়ে ওঠে চেতনার রং-রূপ-রেখা-শব্দাবলি। তখন তিনি পৃথিবীর কোনো বিধি-বিধান, ধর্ম-সমাজ-সংস্কারের মধ্যে, নিজের মুগ্ধ লোকালয়ের অধীন থাকেন না। তিনি লোক থেকে সৃষ্টির চিরন্তন আনন্দময় জগতে অর্থাৎ লোকান্তরে আত্মমগ্ন হয়ে যান। এ সময় লোকজীবন থেকে সুগভীর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাবোধ করলেও কবি লোকান্তরের অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দ জগতের গভীর ত্পতির আশ্বাদ গ্রহণ করেন। নতুন সৃষ্টির বিজয়-প্রত্যয় তার সাময়িক বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে। কবি আবার লোকালয়ের রূপমুগ্ধতার অনুভব তাঁর কবিসত্তার ধারণ করে নতুন সৃষ্টির আনন্দ ও ত্পতির লোকান্তর জগতে অবগাহন করে ধন্য হন। এখানেই কবিসত্তার তথা কাব্যস্রষ্টার সৃষ্টির আনন্দ, যা লোক থেকে লোকান্তর ছুঁয়ে যায়। তাই কবিতার নামকরণ ‘লোকা-লোকান্তর’ যথার্থ, সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

### ■ শব্দার্থ ও টীকা

আমরা চেতনা...

চন্দনের ডালে — করি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

মাথার ওপরে

নিচে... হয়ে

আছে ঠোঁট তার — চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ ও কাব্যভাষা।

আর দুটি চোখের।

কোটরে...ঝোপের

ওপরে

— কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা— দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল— এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে-মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির সৃষ্টি।

তাকাতে পারি

না আমি...

কবিতার আসন

বিজয় – সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা, শব্দব্রহ্ম। তিনি শব্দ দিয়ে গড়ে তোলেন চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে; এবং জয় হয় কবিতার।

### ✱ বানান সতর্কতা

অরণ্য, চন্দন, সুগন্ধ, তীব্র, তন্ত্রে মন্ত্রে, উজ্জ্বল, মণি, ছিঁড়ে, বাঁধুনি, তুচ্ছ, লোকান্তর, সত্ব, আসন্ন।

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

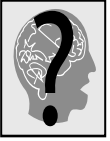
**উদ্দীপক ১ ➡** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,  
পলাশে আর আমে ডালে ডালে  
সুবজ মাঠে মাঝবয়সী লালে  
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায়ে:  
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।

... ..

একটি গানে গহন স্বাক্ষরে

জানো কি সেই গানের আমি চাতক?



- |   |   |
|---|---|
| ক. ‘লোক-লোকান্তর’ কোন জাতীয় কবিতা?   | ১ |
| খ. ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’—চরণটির মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্য দিকটি ব্যাখ্যা কর।                                      | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় পাখি-রূপকের মধ্য দিয়ে যে চেতনা ব্যক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘লোক-লোকান্তর’ আত্মপরিচয়মূলক কবিতা।

#### খ অনুধাবন

- ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’— কথাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নিরুদ্ভিগ্ন শান্তির আবহ, যা সৃষ্টির উন্মোচনে নিরন্তর সাধনার উৎস।
- কবির কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনা শাদা এক সত্যিকার পাখির সাথে তুলনীয়। শাদা সমস্ত রঙের মিলিত রূপ, অনন্য অসাধারণ তার আকর্ষণ ও কর্মপ্রেরণা। সবুজ অরণ্যের প্রাণশক্তি আর চন্দনের সুগন্ধ তাঁর চিরদিনের অনুপ্রেরণা ও সৃজনশক্তির উৎস। কবি তাই তাঁর কাব্যচেতনায় ধারণ করেছেন শাদা এক পাখি আর অন্তরে লালন করেছেন তাঁর অনুপম কবিসত্তা, যা রূপ-সৌন্দর্য বর্ণবৈচিত্র্যের একক সত্তা। কবি তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আত্মমগ্ন হন, একই সাথে বিচ্ছিন্নতায় বেদনাগ্নিত হন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার বৈচিত্র্যময় অপরূপ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের মধ্যে কবি নিজ কাব্যপ্রেরণার উচ্ছ্বাস ও উৎসের সন্ধান পেয়েছেন, এটাই ব্যক্ত হয়েছে। কবিসত্তা ও অনুপম কাব্যসৃষ্টির উৎস বর্ণ বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি। প্রকৃতির কাছে থেকেই কবি তাঁর কবিতার বিষয় ও উপাদান আহরণ করেন। প্রকৃতি তাঁর মন ও মননে কাব্যসত্তার উন্মেষ ঘটায়, অনুপ্রাণিত করে এবং কাব্য সৃষ্টির মধ্যে মগ্নতার আবহ তৈরি করে দেয়। কবি প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদান পর্যবেক্ষণ করেন, তার সৌন্দর্য উদ্ভাৱ করেন, তার মাধুর্য ও সুর আত্মস্থ করেন এবং তারপর কবিসত্তার ভালো লাগাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেন। তাঁর ভেতরে চেতনার বসবাস তখন প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে নিশ্চিত হয়ে যায়।
- উদ্দীপকেও প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে বহমান। সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে তার রূপের পরিবর্তন হয়, আসে বাধা-বন্ধনহারা ছন্দ-মাতন; শিউলি ফুলে আর দূর্বাঘাসে তার মাতন জাগে। কবিসত্তার অনুরাগনে কবির মধ্যে জাগে ভাবোচ্ছ্বাস, কবি আনন্দ-উদ্বেল হয়ে তাঁর চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ-রহস্য অনুভব করেন। সে রহস্য ও আনন্দ তাঁকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা জোগায়।

- সুতরাং উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কাব্য প্রেরণার উচ্ছ্বাসের দিকটিই ব্যক্ত হয়েছে।

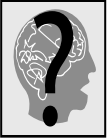
### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে ব্যক্তি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় পাখি-রূপকের মধ্যে একই চেতনা ব্যক্ত হয়েছে।
- উদ্দীপকে পাখি প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপের অনুপম উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে রয়েছে লোকালয়ের জীবনঘনিষ্ঠ নানা শিল্পিত উপাদান, যা কাব্য সৃষ্টির উৎস হয়ে এসেছে এতকাল। উষা-দুপুর-সন্ধ্যায় প্রকৃতির রূপ ও রং পরিবর্তন, পরিবেশের বৈচিত্র্য কবির ভাবুক মনেও প্রভাব ফেলে। জীবনের পথে চলতে আসে নানা সমস্যা-বাধা; তা গতি ছন্দে প্রভাব ফেলে অথবা ইতিবাচক মাতন জাগায়। পাগলার মেলা, গাজনের মেলা আমাদের ঐতিহ্যের স্মারক, আশ্বিনের শিউলি ফোটার এবং ঝরে পড়ার মনোরম দৃশ্য এবং শিশিরভেজা দূর্বাঘাসের হাসি স্বাভাবিকভাবেই কবিচিন্তকে উজ্জীবিত করে। এভাবে প্রকৃতি-পরিবেশ- ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায়ই কবি তাঁর সৃষ্টিতে আত্মমগ্ন হন।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায়ও আমরা কবির অস্তিত্বজুড়ে চিরায়ত বাংলার প্রকৃতি রূপ ও সৌন্দর্যের প্রভাব লক্ষ্য কবি। সবুজ অরণ্য, বনচারী বাতাসের খেলা, চন্দনের ডাল, কাটা সুপারির রং, লবঙ্গফুলের রূপ কবিকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। বনঝোপের উপর রঙের বিচিত্র খেলা দেখে কবি চোখ ফেরাতে পারেন না, কাব্য সৃষ্টির আনন্দ তাঁকে উন্মনা করে তোলে। তিনি প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পান সৃষ্টির রহস্য, তাকে নিয়েই চলে কবির কাব্যসৃষ্টির আত্মমগ্ন খেলা।
- উদ্দীপকে প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা রঙে-রূপে-বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন ও অনন্য। এতে আছে এদেশের ঐতিহ্যের প্রকাশ, যা ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবিভাবনাকে সহজেই আরও পুষ্ট করেছে।

## ➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

**উদ্দীপক ২ ➡** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘তবু সেই সুনিশ্চিত বাণী  
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো অনুভূতি ঘিরে  
স্পর্শ তার রেখে যায়, প্রলোভন রেখে যায় আরও,  
আমি তাকে পাইনি আমার  
চেতনার সহজ সম্মানে।



- ক. ‘আমার চেতনা’ কী? ১
- খ. ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’—বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কী বৈসাদৃশ্য আছে, তা তুলনামূলক আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও। ৩
- ঘ. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির পাওয়া-না পাওয়ার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতা ৪  
অনুসরণে এর সপক্ষে তোমার যুক্তি তুলে ধর।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘আমার চেতনা’ হলো কবির কবিসত্তা বা কাব্যচেতনা।

#### খ অনুধাবন

- ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’— বলতে কবি তাঁর কবিসত্তা বা কাব্য বোধকে এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন।
- পাখি প্রাণচাঞ্চল্য ও প্রাণসফূর্ততার প্রতীক। সে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ, গতিশীল ও সাবলীল। নিজের পছন্দমতো নিজের প্রয়োজনে সে নীল আকাশে পাখা মেলে, চলে যায় বহু দূর আবার ফিরে আসে নীড়ে। শাদা রং সব রঙের মিশেল, সব রং নিয়ে শক্তিশালী এক শান্তির প্রতীক। শাদা সব কিছুর সাথে মিশে থাকে, আবার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক হয়ে যায়। কবির কাব্যচেতনারূপ পাখি তখন হয়ে ওঠে প্রাণময় এক অস্তিত্ব আর কবিসত্তা সুন্দর ও রহস্যময়তার স্বপ্নজগতের প্রতীক। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস। শাদা পাখি-রূপ কবি সৃষ্টির প্রেরণায় চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন। পাখির মতো নতুন নতুন রূপময়তার রহস্যে মগ্ন হওয়ার মধ্যেই তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তি।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার এক উজ্জ্বল ও চমৎকার বৈসাদৃশ্য আছে। কেননা উদ্দীপকের কবি প্রকৃতি-রহস্যের খুব সামান্যই তার সৃষ্টির মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছেন আর অন্যদিকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবি প্রকৃতি-রহস্যকে উন্মোচন করে তা সৃষ্টির মধ্যে ধারণ করে আনন্দে আত্মমগ্ন হন।

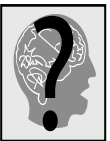
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনা শাদা পাখির রূপে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর অস্তিত্বজুড়ে কেবল চিরায়ত গ্রাম বাংলার অফুরন্ত রং ও রূপের উৎসারণ। মাটি আর আকাশে মেলে ধরা তাঁর নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ। এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও রংকে কবি ধারণ করে, তাঁর সৃষ্টিতে। এ সময় তাঁর কাছে একমাত্র সত্য তাঁর চেতনার জগৎ, আর সব মিথ্যা। সৃষ্টির মগ্নতার মধ্যেই তাঁর অপার তৃপ্তি আর আনন্দ।
- অন্যদিকে উদ্দীপকের কবির কাছে প্রকৃতির বিপুল রহস্য আর পরিমেয় সৌন্দর্যের আস্বাদন পরম আকাঙ্ক্ষিত। তিনি সেই অপার রূপের, অপরিমেয় সৌন্দর্যের ও অশেষ রহস্যের কিছু দ্যুতি লাভ করেছেন। সেই রহস্যময় জগতের রং-রূপ-তাল-লয়-ছন্দ অনুভব করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ সৃষ্টির মধ্যে তা ধারণ করতে পেরেছেন সামান্যই। এজন্য তাঁর হৃদয়জুড়ে আনন্দ ও তৃপ্তি নেই— আছে কেবল আক্ষেপ। তাই সংগত কারণেই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার বৈসাদৃশ্য উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- সৃষ্টির মধ্যেই কবির আনন্দ। সৃষ্টির প্রকাশ পরিপূর্ণ হলে কবি আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তখন কবির অন্তরে পাওয়া না পাওয়ার কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, কোনো অতৃপ্তি বা আক্ষেপ থাকে না। তা ছাড়া সৃষ্টির আনন্দেই কবি নতুন সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হন। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য ও রহস্য উন্মোচনে মুগ্ধ ও কৌতূহলী কবি অপার আনন্দ অনুভব করেন। এই আনন্দই তাঁর পরম পাওয়া। এ সময় কবির মধ্যে পাওয়া-না পাওয়ার কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, বরং থাকে অপার তৃপ্তি।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবি সৃষ্টির অপার আনন্দে আত্মমগ্ন। কেননা, সৃষ্টির মুহূর্তটা তাঁর একান্ত আপন, একান্ত নিজস্ব সেখানে কারও প্রবেশ নেই। লোকালয়, সমাজ, বিধি-বিধান, ধর্ম সবকিছুই তখন তুচ্ছ। সৃষ্টির বেদনা আর কৌতূহল যাকে ঘিরে আশ্রয় করে সেই কেবল জেগে থাকে। কবি জেগে থাকেন তাঁর চেতনার রং-রূপ-রেখা-শব্দাবলি নিয়ে, স্বপ্নসৌধ নির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে। তাঁর বসবাস তখন প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির মধ্যে। ফলে সৃষ্টি হয় সফল, সাফল্যের মধ্যেই তাঁর জীবনব্যাপী বিচরণ। তাই তাঁর সৃষ্টিতে পাওয়া-না পাওয়ার কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।
- উদ্দীপকের কবির অতৃপ্তি কৌতূহলোদ্দীপক, বেদনায়দায়ক ও আক্ষেপসজল। কেননা, তাঁর সুনিশ্চিত বাণী অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো তাঁর অনুভূতি ঘিরে স্পর্শ রেখে যায়। সেখানে থাকে অপরিপূর্ণতা, অতৃপ্তি ও নিরানন্দের যন্ত্রণা, যা কবি হৃদয়ে সামান্যকে ধারণ করার জন্য আক্ষেপ প্রলম্বিত করে। অথচ কবি প্রকৃতির বিপুল রহস্য ও অপরিমেয় সৌন্দর্যের আস্বাদ পরিপূর্ণভাবে পেতে অগ্রহী। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার কারণেই কবির চেতনায় পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্ব প্রখর।
- উদার ও মহৎ কবি যাঁরা, সৃষ্টির আনন্দে আত্মমগ্ন থাকার মধ্যেই তাঁরা আনন্দ খুঁজে নেন, তৃপ্তি অনুভব করেন। ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির মতো তাঁদের চেতনায় পাওয়া-না পাওয়ার কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

## উদ্দীপক ৩ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়, ব্লাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বলে দিলে বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি; আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে।



- ক. কবির চেতনা-পাখি কোথায় বসে আছে? ১
- খ. ‘মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সম্পর্ক নির্ধারণ কর। ৩
- ঘ. ‘সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেই সৃষ্টির অনুপম উচ্ছ্বাসের স্বরূপ বিধৃত’— ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতা ৪ অনুসরণে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

### ক জ্ঞান

- কবির চেতনা-পাখি সবুজ অরণ্যের এক চন্দনের ডালে বসে আছে।

### খ অনুধাবন

- ‘মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাস’ বলতে বৃক্ষলতা আচ্ছাদিত বনের বৃহৎ পরিবেশে বাতাসের স্বচ্ছন্দ ও চঞ্চল বিচরণকে বোঝানো হয়েছে।
- বনের বড় বড় ঘন গাছপালা লতা-পাতায় আচ্ছাদিত। সবুজের বিশাল সমারোহে ফুটে আছে নানা আকারের নানা রঙের বাহারি ফুল। তার ওপর দিয়ে বাতাস খেলে যায় কখনো দমকা গতিতে, কখনো মৃদুমন্দ গতিতে, কখনো মন্থর গতিতে। নাড়িয়ে দিয়ে যায় মাথার উপরের ডালপালাকে আর দোলা দিয়ে যায় পত্রগুচ্ছকে। বলে বিচরণকারী বাতাসের এ যেন স্বেচ্ছাচারী খেলা। যখন ইচ্ছে হবে মাথার উপর-নিজের ডালপালা দোলাবে, যখন ইচ্ছে হবে নাচাবে, ডালপালা একটা আর একটার সাথে কোলাকুলি করবে। এটা বনচারী বাতাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ, চঞ্চল ও স্বেচ্ছাচারী খেলা।

**গ প্রয়োগ**

- উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কাব্যসৃষ্টি পর্বের বিচ্ছিন্নতা এবং সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে আসার সাথে সুন্দর সম্পর্ক আছে।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির চিত্তজুড়ে গ্রামবাংলার নিটোল স্বচ্ছ বর্ণময় প্রকৃতির অবস্থান। বর্ণময় প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি যখন আর চোখ ফেরাতে পারেন না, তখন সৃষ্টির প্রেরণায় আচ্ছন্ন কবির চেতনার মগি উজ্জ্বল হয়। এ সময় পার্থিব জীবনের কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীনে তিনি থাকেন না। সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় তাঁর কাছে। কেবল কবির কাব্যচেতন-জগতের রং-রূপ-রেখা-শব্দাবলি তাঁর কাছে সত্য হয়ে ধরা দেয়। তিনি এসব চিত্রকল্প দিয়ে তাঁর কবিসম্ভার বাণীকে মূর্ত করে তোলেন। আত্মমগ্নতা কেটে গেলে সৃষ্টির বিজয়সম্ভার নিয়ে আবার আসেন প্রকৃতিঘেরা আপন নীড়ে।
- উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই সৃষ্টির ভিন্ন চেতনার বিমুগ্ধ রূপ। সেখানে কবির অন্তরজুড়ে খেলা করে নিসর্গের আবাল্য রূপমুগ্ধতা। যে দৃষ্টিনন্দন নিসর্গ একসময় আনন্দের উৎসর্গ ছিল, সেই নিসর্গ সুরক্ষিত দুর্গের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের সহায় হয়েছে। সৃষ্টির প্রেরণায় তারা নির্মাণ করেছে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করে দিগন্ত আলোকিত করেছে বিদ্রোহী পূর্ণিমা আর তারই আলোয় পথ চলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সবাই ফিরে আসছে নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে। সুতরাং প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জ্বল হয়ে নিজের নিসর্গে ফিরে আসার মধ্যেই আনন্দ ও তৃপ্তি একসূত্রে গাঁথা, আর সুন্দর ও গভীর সম্পর্কটা সেখানেই দীপ্তমান।

**ঘ উচ্চতর দক্ষতা**

- ‘সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেই সৃষ্টির অনুপম উচ্ছ্বাসের স্বরূপ বিধৃত’— কথাটা সঠিক, যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত।
- তীব্র বেদনাবোধ থেকেই বাণীবীর সৃজন প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল, শোকোচ্ছ্বাসের সূক্ষ্ম অন্তর্লগ্নতা থেকেই তাঁর কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা উৎসারিত হয়েছিল। কবিতাংশ ও কবিতায় উল্লিখিত প্রকৃতি জগতের রং-রূপ-মুগ্ধ কবিও তেমনি সৃষ্টির মধ্যে আত্মমগ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, আবার ফিরে আসেন নিজস্ব রূপমুগ্ধতার পরিমন্ডলে। এখানেই বেদনা ও আনন্দের ঐকতানের স্বচ্ছন্দ ও নির্মল বিমুগ্ধতা।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবির কাব্যসম্ভা তথা চেতনা-পাখি সবুজ অরণ্যচারী, বর্ণময় নিসর্গের মুগ্ধ প্রেমিক। তাঁর অস্তিত্বজুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলার রূপ-সৌন্দর্য-বর্ণময়তার অনিন্দ্য রূপমুগ্ধতা। লোকালয়, সমাজ-সংসার। ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে নিত্য গড়ে ওঠা জীবন বড়ই মধুরমায়াময়। কিন্তু কবি কাব্যসৃষ্টির প্রেরণায় উন্মত্ত হলে তাঁর কাছে নিবিড় সত্য হয়ে ওঠে চেতনার রং-রূপ-রেখা-শব্দব্রহ্ম। আর সবকিছু তিনি ভুলে যান, বিচ্ছিন্ন জগতে। আত্মমগ্নতায় বিচ্ছিন্ন না হলে নতুন সৃষ্টির আবহ সৃষ্টি হয় না, আর তা না হলে নতুন নতুন সৃষ্টিকর্মও প্রকাশিত হয় না। সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্য থেকেই অনুপম সৃষ্টি উৎসারিত হয়— এটাই সত্য।
- উদ্দীপকের কবিতাংশেও ব্ল্যাক আউট অমান্য করে বিদ্রোহী পূর্ণিমার দিগন্ত আলোকিত করার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আবাল্য যে রূপময় নিসর্গ ছিল নির্বিকার, সে-ই পরবর্তীতে সুরক্ষিত দুর্গের মতো যোদ্ধাদের সহায় হয়েছে। নতুন সৃষ্টির আনন্দে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর তারুণ্য শক্তি ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার থেকে ছিনিয়ে এনেছে মুক্ত স্বদেশ— নব সৃষ্টির আনন্দে নির্মিত হয়েছে স্বাধীন স্বদেশ। মুক্তিযোদ্ধা আর কোটি শরণার্থী আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে ফিরে এসেছে নিজ ভূমিতে। সুতরাং এ কথা সহজেই বলা যায় যে, সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেই সৃষ্টির অনুপম উচ্ছ্বাসের স্বরূপ বিধৃত।

**উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

আমাদের বাড়ির সাথেই লাগোয়া বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে সরকারি বন। বড় বড় মোটা মোটা গাছের নিচে নানা রকম ঝোপঝাড়। ঝোপের পাশ দিয়ে কুন্টিগরি, বাসক, লজ্জাবতী, চুমুর, ডেউয়া ইত্যাদি ছোট গাছ। বড় বড় গাছগুলো থেকে ঝুলে ঝুলে এক গাছ থেকে আরেক গাছে চলে যেতাম। ইচ্ছে করেই ছুঁয়ে দিতাম লজ্জাবতী পাতা, অমনি লজ্জায় ঘোমটা টেনে দিত। নানা রঙের ফুলে ভরে উঠলে ইচ্ছে হতো তাকিয়ে থাকি সারাদিন।



- |   |   |
|---|---|
| ক. কবির চেতনা কোথায় প্রবেশ করেছে?  | ১ |
| খ. ‘ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি’— কেন? বুঝিয়ে দাও।                                   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর।                  | ৩ |
| ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার বিষয়াংশ মাত্র’— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

**৪ নং প্রশ্নের উত্তর****ক জ্ঞান**

- কবির চেতনা সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেছে।

## খ অনুধাবন

- ‘ছিড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি’— বলতে সৃষ্টির উন্মাদনায় পার্থিব জীবনের সমস্ত মায়া-মমতার বন্ধন ছিড়ে যাওয়ার কথা উচ্চারণ করেছেন কবি।
- মাটি আর আকাশে মেলে ধরা বাংলার অফুরন্ত রং কবির নিসর্গ উপলব্ধির অনিন্দ্যরূপে তাকাতে পারেন না, তখনই সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। তখন সমাজ-সংসার-ধর্মের অধীন থাকেন না তিনি। চারপাশের চিরচেনা জগতের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি তাঁর কাব্যচেতনার রূপ-রস-রেখা-শব্দব্রহ্মের ভেতর লীন হয়ে যান। সবকিছু তুচ্ছ হয়ে তখন একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে কবিসত্তার জগৎ।

## গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ উল্লিখিত অনুপম বৈচিত্র্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার প্রকৃতি অপরূপ— দৃষ্টিনন্দন। সবুজ অরণ্যের এক সুগন্ধী চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির উপরে নিচে বাতাসের সঙ্গে দোল খায় বন্য পানলতা। কবির অস্তিত্বজুড়ে চিরায়ত গ্রাম বাংলা আর দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। যতদূর চোখ যায়, কেবলই চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ নখ তীব্র লাল— এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা নিসর্গের অনিন্দ্য প্রকাশ। কবি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।
- উদ্দীপকেও আমরা বাংলার অপরূপ বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ পাই। অনেকখানি জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা বনে দেখা যায় বড় বড় মোটা মোটা গাছের বিচিত্র সমাবেশ। আর তার নিচে নানা রকম লতাগুল্মের ঝোপঝাড়। ঝোপের পাশ দিয়ে কুন্টিগরি বাসক, লজ্জাবতী, ডুমুর, ডেউয়ার মতো ছোট-মাঝারি অনেক গাছের জড়াজড়ি। গাছ থেকে নেমে আসা ঝুরির দোলনায় দোল খাওয়া, লজ্জাবতীর পাতা ছুঁয়ে তাকে লজ্জা দেওয়ার আনন্দ যেন বিস্ময়কর। বনজুড়ে বিশেষ করে ঝোপঝাড়ের গাছগুলো নানা রঙের ফুলে ভরে উঠলে দৃষ্টি ফেরানো যেত না। প্রকৃতির এমন অফুরন্ত রূপ-সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই কাব্যভাব জাগিয়ে তোলে। উদ্দীপকে আর কবিতায় এভাবেই প্রকৃতির অনুপম বৈচিত্র্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার বিষয়াংশ মাত্র”— কথাটা সঠিক ও যথার্থ।
- কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্য ও আকারে একটু বড় হয়। কিন্তু উদ্দীপক ছোট হয় এবং তাতে একটি বিষয়ই নিহিত থাকে। কবিতার একটি মূল বিষয় কয়েকটি অনুযোজ্য ফুটিয়ে তোলা হয়— দেওয়া হয় পরিপূর্ণতা। ফলে বিষয় ও আকারের দিক থেকে উদ্দীপকটি কবিতার বিষয়াংশ হয়ে যায়।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির অস্তিত্ব, গ্রামবাংলার প্রকৃতি কবির কবিসত্তা বা চেতনা-পাখির বৈশিষ্ট্য, কবির স্থির লক্ষ্য এবং তার সৃষ্টির বিজয় বিধৃত হয়েছে। কবির অস্তিত্বজুড়ে কেবল চিরায়ত গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপ ও রঙের বাহারি খেলা সৌন্দর্যের রহস্যময়তার প্রেরণাই তাঁকে আত্মমগ্ন করে দেয়, তাঁকে সৃষ্টিমুগ্ধ করে তোলে। নতুন নতুন সৃষ্টির খেলায় মেতে ওঠেন কবি। সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে তিনি আত্মমগ্ন হন। বিচিত্র টানাপড়েন সত্ত্বেও বিজয় হয় কবিতার।
- অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবলই প্রকৃতির বৈচিত্র্য রূপময় হয়ে উঠেছে। এ ছোট বনেও নানা বর্ণ বৈচিত্র্য, নানা রঙের ফুলের স্পর্শ অনুভব মনকে মাতিয়ে রেখেছে। নানা ধরনের ছোট-বড় গাছপালার জড়াজড়ি, ঝোপঝাড়ে অসংখ্য ফুলের সমাহার হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে। এসব বাহারি লতা-গুল্ম আর তাদের ফুলের সমাবেশ কথককে রূপমুগ্ধ করে তুলেছে।
- উদ্দীপকের কথকও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির মতোই প্রকৃতিপিয়াসী। সবুজ গাছপালা তাঁকে আনন্দ দেয়। পাতা আর অফুরন্ত ফুলের সমাবেশ তাকে উন্মাদ করে।
- প্রকৃতি প্রেমিকের উচ্ছ্বসিত আবেগ আর রূপমুগ্ধতায় অগণিত পাঠকচিহ্নও উদ্বেলিত হয়। অথচ কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যে উদ্দীপকে মাত্র একটি বিষয়। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার বিষয়াংশ মাত্র।

## উদ্দীপক ৫ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,  
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—  
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিত পোরা অমর-আলয়।’



- ক. বন্য পানলতা দোলে কীসের তালে? ১
- খ. ‘চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের উপরে’।— কথাটা বুঝিয়ে দাও। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। ৩
- ঘ. ‘বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্টির আনন্দ-অনুভবই অভাবনীয় অন্তরঙ্গতায় প্রাণ পেয়েছে’— ৪  
‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার আলোকে কথাটা মূল্যায়ন কর।

## ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান



- বন্য পানলতা দোলে বনচারী বাতাসের তালে।

### খ অনুধাবন

- ‘চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের উপরে’— কথাটার মধ্য দিয়ে কবি চিরন্তন গ্রামবাংলার রূপ ও সৌন্দর্যের মুগ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
- স্লিগ্ধ লোকালয়, সমাজ-সংস্কার নিয়ে যেমন গ্রামবাংলা, তেমনি তার অপরূপ বর্ণময় সৌন্দর্যও মুগ্ধ নজর কাড়া। কবির অস্তিত্বজুড়ে সবুজ-প্রাণময় গ্রামবাংলা— দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। যতদূর চোখ যায় কেবল অফুরন্ত বিচিত্র রঙের খেলা। মাটি আর আকাশে মেলে ধরা নিসর্গের এমন হৃদয়-হরা রূপ কবি যেন আর কখনো দেখেননি। ডালপালা-লতায় জড়া জড়ি করা বন্য ঝোপের ওপর দিয়ে বাহারি রঙের ছটা, যার তীব্র আকর্ষণ কবি গ্রহণ করতে পারছেন না, তাকাতো পারছেন না বন্য ঝোপের দিকে, রূপের ছটায় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। বস্তুত বাংলার মনোরম রূপ আর তীব্র আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতার বিষয়টিই এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সংসারের বিচিত্র টানাপড়েন আর জীবন-সংগ্রামের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
- বাংলার সরল-শান্ত লোকালয়ে যেমন প্রকৃতির মনোরম স্লিগ্ধ রূপ হৃদয়ে দোলা দেয়, ঠিক তেমনি এটির বিরহ-মিলনের তরঙ্গিত সংগ্রামী জীবনে আছে বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা। কেননা সৃষ্টির পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানেও আছে মুগ্ধ আকর্ষণের তীব্রতা, আবার অজানা ভয় মৃত্যুর মতো তাড়া করে ফেরে। কবি যেমন চিত্রকল্পের মালা গাঁথে তাঁর কাব্যচেতনাকে বিমূর্ত করে তুলতে চান, তেমনি তার চেনা জগৎ তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার ভয় তাকে কালো থাবার মতো গ্রাস করে। কবি তা সামলে নেন, কবিসত্তার জগৎ-ই তখন রং-রূপ-রেখা-শব্দে নতুন সৃষ্টিতে মুখর হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকেও কবিকে আলয় রচনার জন্য দীর্ঘ সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। পৃথিবীর তরঙ্গিত প্রাণের খেলায় জয়-পরাজয় আছে, আহত-বেদনার্ত হওয়ার এমনকি মৃত্যু-আতঙ্কিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রাম করে, রক্ত ঝরিয়ে, আহত হয়েও সংসারের নানা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের সংগীত গাঁথে অমর সৃষ্টির প্রত্যাশায় প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় হাসিমুখে। কেননা নবসৃষ্টির মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লুকিয়ে আছে, তাকে মূর্ত করে তোলার মধ্যেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

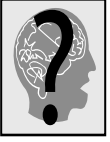
### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘বিচিত্র জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্টির আনন্দ অনুভবই অভাবনীয় অন্তরঙ্গতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে।’— কথাটা যথার্থ ও জীবনঘনিষ্ঠ। মানুষের জীবন সংগ্রামময়। এ জীবনের পথ পুষ্পশয্যা নয় এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও গতিময় করে তোলা। নতুন সৃষ্টির মধ্যে সত্য উপলব্ধিই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌছাতে প্রয়োজন নিসর্গ-প্রকৃতিকে স্বচ্ছন্দ নব নব রূপে আবিষ্কার, তাকে আত্মস্থ করে নবসৃষ্টির মধ্যে তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির এ আনন্দ গভীর তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধ নির্মাণে অন্তরঙ্গভাবে তৎপর। কবি জানেন, সংসারের নানা টানাপড়েনের মধ্যে থেকে তা কঠিন। তবু জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তা লাভ করার মধ্যেই সার্থকতা। কেননা জীবন এভাবেই চলে, নতুন সৃষ্টিকর্মের লক্ষ্যও এভাবেই অর্জিত হয়। ভীষণ ভয় বা আনন্দ বৈচিত্র্যের মধ্যে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে আহত করে। তারপরও উত্তীর্ণ হয় কবিতার সার্বভৌমত্ব— নিশ্চিত হয় কাব্য সৃষ্টির বিজয়।
- উদ্দীপকের কবির লক্ষ্যও সৃষ্টির অমর আলয় নির্মাণ। সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পরও কবিও সেই লক্ষ্যে অবিচল। তাই পৃথিবীর তরঙ্গায়িত প্রাণের খেলায় সংগ্রাম করে, রক্ত ঝরিয়ে, আহত এমনকি মৃত্যুসুখে দাঁড়িয়েও কবি তার দায়িত্ব পালনে অটল। মানুষের সুখ-দুঃখের সংগীত গাঁথে অমর সৃষ্টির প্রত্যাশায় তাই তাঁর সৃষ্টির অন্তরঙ্গ আনন্দ অনুভব।
- সুতরাং একথা সহজেই বলা যায় যে, বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্টির আনন্দ অনুভব অভাবনীয় অন্তরঙ্গতায় প্রাণ পেয়েছে উদ্দীপক ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায়।

### উদ্দীপক

### ৬ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘সার্থক জনম আমার জন্মেছিল এই দেশে,  
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।  
জানিনে তোর ধন রতন আছে কিনা রানির মতন,  
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।  
কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,  
কোন গগনে ওঠে চাঁদ এমন হাসি হেসে।’



- ক. ‘সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে’— কী? ১  
 খ. তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় কেন? বুঝিয়ে দাও। ২  
 গ. উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা কর। ৩  
 ঘ. ‘চিরায়ত প্রকৃতির প্রতি উন্মত্ত ভালোবাসা কবির কাব্যসৃষ্টির উৎসভূমি’— মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক উত্তর

- ‘সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে কবির ঠোঁট।

#### খ অনুধাবন

- সৃষ্টির প্রেরণায় কবি যখন উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি, তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।
- কেননা তখন তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনা জাগ্রত হয়। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম-সংসার বা লোকালয়ের অধীন তিনি থাকেন না। এসব কিছু তাঁর কাছে তখন মূল্যহীন। তখন তাঁর চেতনার জগৎই তাঁর কাছে সত্য হয়ে ওঠে। চেতনার রং-রূপ-রেখা-শব্দরাশি দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন শব্দসৌধ। চিত্রকল্পের মালা গাঁথে তিনি তাঁর কাব্যচেতনাকে প্রশংসিত মুগ্ধ অবয়বে মূর্ত করে তোলেন। এ সময়টাই তাঁর কাছে মূল্যবান। কারণ সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করে তিনি জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন কবিতার সার্বভৌমত্বে। অন্য সবকিছু তখন তাঁর কাছে মূল্যহীন— তুচ্ছ।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাথে প্রকৃতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- কবির নিজ সত্তা ও অস্তিত্বজুড়ে চিরন্তন গ্রামবাংলা— কবির প্রিয় স্বদেশ। কবি দূরে দৃষ্টি মেলে দেখেন দিগন্তজুড়ে কেবল সবুজের সমারোহ আর অফুরন্ত রঙের মেলা। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল। মাটি আর আকাশে মেলে ধরা রঙের বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি মুগ্ধ আত্মহারা। তার দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং, সত্যিকার শাদা এক পাখি তার কবিসত্তার সাথী, যার সাথে সুগন্ধী চন্দনের নিবিড় সম্পর্ক। বনচারী বাতাসের সাথে দোল খায় বুনো পানলতা। প্রকৃতির এই মনোরম আকর্ষণীয় রূপ-রং নিয়েই কবির প্রিয় স্বদেশ। বিচিত্র টানাপড়েন আর জীবন-সংগ্রামের আনন্দে-দুঃখে জড়ানো কবির স্বদেশ এক সত্যিকারের আবাসস্থল।
- উদ্দীপকের কবিও তার প্রিয় স্বদেশে জন্মগ্রহণ করে ধন্য, এদেশকে ভালোবেসে তাঁর জন্ম সার্থক বলে মনে করেন। রানির মতো ধন-রত্ন আছে কিনা তা কবির কাছে মূল্যবান নয়, বরং তার ছায়ায় এসে অঙ্গ জুড়িয়ে কবি শান্তি পান। এদেশের বনে বনে ফুল ফোটে, গন্ধে আকুল করে চারদিক। কবির প্রিয় জন্মভূমির আকাশে ওঠা উজ্জ্বল চাঁদের হাসি তুলনাহীন। স্বদেশের অনুপম প্রকৃতিকে এভাবেই কবি ভালোবাসেন। সুতরাং একথা বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাথে প্রকৃতি ও স্বদেশকে ভালোবাসার সূত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘চিরায়ত প্রকৃতির প্রতি উন্মত্ত ভালোবাসা কবির কাব্যসৃষ্টির উৎসসৃষ্টির উৎসভূমি’— কথাটা সুন্দর, সত্য ও যথার্থ।
- প্রকৃতিতে ভালো লাগা এবং ভালোবাসার উপাদান আছে, যা স্বাভাবিকভাবেই মনকে আকর্ষণ করে। কবির প্রিয় স্বদেশ একটি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক এলাকা, যার মনোরম প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য কবির অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। শাদা সত্যিকার পাখিতুল্য সেই কবিসত্তা সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে বসে আছে। তার উপরে নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খাচ্ছে পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্য-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধী পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে কবির ঠোঁট। এ ঠোঁট কবির অস্তিত্বের স্বরূপ, তার কাব্যভাষা। কবির চেতনার মণি উজ্জ্বল হয়, বন্য ঝোপের ওপর সৌন্দর্যের খেলার প্রতি তাই কবি চোখ রাখতে পারেন না। তার চারপাশের চেনা জগৎ মুছে যায়, কেবল থাকে প্রকৃতির রহস্যে ঘেরা কবিসত্তা। যা কবিকে সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যায় চিত্রকল্পের মালা গাঁথে গাঁথে তিনি রচনা করেন শব্দসৌধ।
- উদ্দীপকেও অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির প্রতি কবির উন্মত্ত ভালোবাসার কথা বিবৃত হয়েছে। কবি নিজের জন্মকে সার্থক মনে করেছেন এ সুন্দর দেশে জন্মে এদেশকে ভালোবেসেছেন বলে। এদেশে খনিজসম্পদ ধন-রত্ন না থাকলেও আছে বিশাল প্রাকৃতিক পরিবেশ-সৌন্দর্য-রত্নের আকর। এদেশের সবুজ গাছে গাছে বনে বনে ফোটে নানা রঙের ফুল, তার সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে হৃদয়কে আকুল করে। গগনে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে চাঁদের এমন হাসি কবিচিন্তকে বিমুগ্ধ করে। কবিচিন্ত হয়ে ওঠে কাব্যময়।
- কাজেই এ কথা সহজেই বলা যায়, চিরায়ত প্রকৃতির প্রতি উন্মত্ত ভালোবাসা কবির কাব্যসৃষ্টির উৎসভূমি।

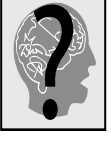
**উদ্দীপক ৭** → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘অনন্ত সমুদ্রবক্ষে অন্তহীন

উচ্ছ্বসিত আশা—

উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভে

অন্ধকারে জ্বলে তীর্থপং।



- ক. কবির দুটি চোখের কোটরে কী? ১
- খ. ‘তন্মৈত্র মন্মৈত্র ভরে আছে চন্দনের ডাল’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্য কীসে? সযত্নে খুঁজে নাও। ৩
- ঘ. ‘বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণার মধ্যে কবিকে আশাবাদী করে তোলে সৃষ্টির আনন্দ’— কথাটার অন্তর্নিহিত ৪  
ভাব বিশ্লেষণ কর।

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- কবির দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং।

#### খ অনুধাবন

- ‘তন্মৈত্র-মন্মৈত্র ভরে আছে চন্দনের ডাল’— বলতে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের রহস্যময়তাকে বোঝানো হয়েছে।
- কবির সত্যিকার চেতনা-পাখি সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে বসে আছে। সুগন্ধী ডালের উপরে-নিচে খেলা করছে বনচারী বাতাস, আলত দুলিয়ে যাচ্ছে ফুল ও লতা পাতা। ফুলের পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে কবির ঠোঁট— এর সাথেই জড়িয়ে আছে কবির অস্তিত্বের স্বরূপ কাব্যভাষা। তার দুটো চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল। যেন নানা তন্মৈত্র-মন্মৈত্র ভরে আছে চন্দনের ডাল। সমবেত সৌন্দর্যের রহস্যময়তায় অর্থাৎ ইন্দ্রজাল ও জাদুমন্মৈত্রের খেলায় কবির প্রকৃতিজগৎ ও কাব্যজগৎ যেন অপূর্ব রহস্যে ভরে উঠেছে। তাতেই কবির ভয় জেগে উঠেছে, মৃত্যুচেতনার ইজিতে হৃদয় কেঁপে উঠেছে।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার আশাবাদী চেতনার সাদৃশ্য আছে।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির আশাবাদী চেতনার পরিচয় পরিস্ফুট। কবি নিজেকে নিজের অস্তিত্বকে এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় দেখতে চেয়েছেন, সবুজ অরণ্যের প্রান্তে এক চন্দনের সুগন্ধী ডালে যার অবস্থান। কবি প্রকৃতির বিস্তৃত পরিসরে সবুজে ঢাকা লোকালয়, সবুজ প্রান্তর-বন-বনানী, ফুটে থাকা নানা রঙের বাহারি ফুল কবিকে আনন্দ দেয়, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগায়। চারদিকের বিচিত্র টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে জীবন-সংগ্রাম চলে। কবি কখনো কখনো আশাহত হন— ভয় হয় তার। কিন্তু প্রকৃতির আনন্দ-জগৎ তাকে আশান্ত করে, তার চেতনার জগৎকে বিচিত্র উপহারে ভরিয়ে দেয়। উজ্জ্বল হয় কবির চেতনার মণি, সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ হয়ে তিনি শব্দ আর চিত্রকল্প দিয়ে গড়ে তোলেন শব্দসৌধ। তাঁর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা-ভয় দূর হয়ে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগের স্বতঃস্ফূর্ত আশায় ভরে ওঠে তাঁর মন।
- উদ্দীপকেও জীবনের অশান্তি, সমস্যাসঙ্কুল সুখহীন পরিস্থিতিতেও কবির আশা কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি। দুঃখ আছে, শোক-যন্ত্রণা আছে, ভয়-শঙ্কা আছে— এসব থাকবেই। কিন্তু মানুষ এসব হতাশার মধ্যেও সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। সমুদ্রবক্ষে যেমন— অসংখ্য উত্তাল ঢেউ সবকিছু বিচূর্ণ করে দিতে চায়, তেমনি আবার শান্তির রূপে আশার স্পর্শ বোলায়। সে আশা হয় অন্তহীন-উচ্ছ্বসিত, নির্মল-দুর্গতময় সমৃদ্ধির স্মারক। উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের মতো সে আশা জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর দিকনির্দেশনা দেয়। সুতরাং উদ্দীপকের সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার আশাবাদী চেতনার সাদৃশ্য আছে।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণার মধ্যে কবিকে আশাবাদী করে তোলে সৃষ্টির আনন্দ’—কথাটা সঠিক ও যথার্থ।
- প্রকৃতিজগৎ কখনো শান্ত-সমাহিত, নীরব-সতর্ক, আবার কখনো গর্জনমুখর, ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক। মানবজীবনেও এমন সুখ-দুঃখ, টানাপড়েন-সংগ্রাম, আনন্দ-বেদনার পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনো সুখ-আনন্দ স্তিমিত ঢেউয়ের মতো আসে, কখনো সমস্যা-জটিলতা, ভয়-ভীতি আসে উত্তাল ঢেউয়ের মতো। তারপরও প্রকৃতি সামলে নেয়, মানুষও সামলে নেয়— বেঁচে থাকে।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণার উন্মেষ ঘটেছে, আবার তা যথারীতি প্রশমিতও হয়েছে। গ্রাম বাংলার চিরায়ত রূপ কবিকে আনন্দ দেয়— অনুপ্রাণিত করে। বর্ণময় পুষ্পশোভিত সবুজ বন্য ঝোপের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কবি আর দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না। একটা অজানা ভয় তাকে আতঙ্কিত করে তুলছে। কবি নিজেকে মগ্ন করে তুলছেন সৃষ্টির প্রেরণায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন পরিচিত পরিবেশ ও চেনা জগৎ থেকে। লোক থেকে লোকান্তরে পাড়ি

জমানোর এ পর্যায়ে কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়েছে। কেননা কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ-চেতনাকে খুঁজে নিয়েছেন, অপার আনন্দ উপভোগ করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

- উদ্দীপকেও রয়েছে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির চেতনার প্রতি সমর্থন। ঘন অন্ধকার অর্থাৎ সমস্যাসঙ্কুল জীবনেরও মধ্যে উদ্দীপকের কবি সমস্ত শঙ্কা-যন্ত্রণা দূর করে অন্তহীন উচ্ছ্বসিত আশা পেয়েছেন। সে আশা তাঁকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, দিকনির্দেশনা দিয়েছে। কাজেই একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণার মধ্যেও কবিকে আশাবাদী করে তোলে সৃষ্টির আনন্দ।

## সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### Abxj bxi eúvbe ৩০ প্রশ্নোত্তর

- কবির চেতনারূপ পাখি কোথায় বসে আছে?  
ক পানতলায় খ ডালে  
গ ঝোপের ওপর ঘ সুপারি পাতায়
- “লোক-লোকান্তর” কবিতায় কবি পাখিটির দিকে তাকাতে পারেন না কেন?  
ক উজ্জ্বল রং বলে  
খ চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের জন্য  
গ সকল বাঁধন ছিন্ন করে সৃষ্টির জগতে চলে যাবার জন্য  
ঘ রঙের বাহারের জন্য
- অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।  
আজকে আমার বৃন্দ প্রাণের পল্লবে  
বান ডাকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
- উদ্দীপকে “লোক-লোকান্তর” কবিতার যে ভাবের অনুরণন ঘটেছে, তা হলো—  
i. কবি-হৃদয়ের বিহ্বলতা  
ii. সৃষ্টির উন্মাদনা  
iii. প্রকৃতির জাগরণ  
নিচের কোনটি ঠিক?  
ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii
- উল্লিখিত দিকটি কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?  
ক আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকারের পাখি,  
খ যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল  
গ তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়  
ঘ সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।

### মাস্টার ট্রেনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

- আল মাহমুদ এর জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে?  
ক ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে  
গ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে
- আল মাহমুদ এর জন্ম কোন জেলায়?  
ক ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ বরিশাল  
গ খুলনা ঘ কুমিল্লা
- আল মাহমুদ এর জন্ম কোন গ্রামে?  
ক কাঁঠাল পাড়া খ মৌড়াইল

- বালিয়াকান্দি নিমতলি
- আল মাহমুদ এর প্রকৃত নাম কী?  
ক মির মুহম্মদ আল মাহমুদ  
খ সুলতান মির আল মাহমুদ  
গ মোহাম্মদ মাহমুদ আল জামান  
ঘ মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ
- আল মাহমুদ এর পিতার নাম কী?  
ক মির আবদুর রব খ আবদুর রব মির  
গ আলী মাহমুদ ঘ মাহমুদ জামান
- আল মাহমুদ এর মাতার নাম কী?  
ক আমেনা খাতুন খ রওশনা রেনু  
গ রওশন আরা মির ঘ আনোয়ারা বেগম
- আল মাহমুদ কোন স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন?  
ক মাধ্যমিক স্তর খ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর  
গ উচ্চ স্তর ঘ সম্মান স্তর
- আল মাহমুদ পেশায় দীর্ঘদিন কী ছিলেন?  
ক শিক্ষক খ সাংবাদিক গ ডাক্তার ঘ ব্যবসায়ী
- আল মাহমুদ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?  
ক দৈনিক জনকণ্ঠ খ দৈনিক গণকণ্ঠ  
গ দৈনিক বাংলা ঘ দৈনিক কালের কণ্ঠ
- আল মাহমুদ ‘দৈনিক কর্ণফুলী’ পত্রিকায় কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন?  
ক স্টাফ রিপোর্টার খ চীফ রিপোর্টার  
গ বার্তা সম্পাদক ঘ সম্পাদক
- সাংবাদিকতা ছেড়ে আল মাহমুদ কোথায় যোগদান করেন?  
ক বাংলা একাডেমি খ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি  
গ বিজ্ঞান একাডেমি ঘ শিশু একাডেমি
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কোন পদ থেকে তিনি অবসরে যান?  
ক পরিচালক খ মহাপরিচালক  
গ শিল্প সম্পাদক ঘ শিল্প নির্দেশক
- কোনটি আল মাহমুদ এর কাব্যগ্রন্থ?  
ক লোক-লোকান্তর খ চিত্র  
গ বালচুর ঘ নিশিন্দা নারী
- আল মাহমুদের শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?  
ক কালের কলস খ পাখির কাছে ফুলের কাছে

১৯. 'অদৃষ্টবাদীদের রান্না বান্না' কী ধরনের গ্রন্থ?  
ক কাব্য গ উপন্যাস গ নাটক ঘ গল্প
২০. আল মাহমুদ রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি?  
ক কবি ও কোলাহল ঘ ডাহুকী  
গ পানকৌড়ির রক্ত ঘ নিশিন্দা নারী
২১. 'ডাহুকী' কোন ধরনের গ্রন্থ?  
ক কাব্য গ নাটক গ গল্প ঘ উপন্যাস
২২. আল মাহমুদ নিচের কোন পুরস্কারটি পেয়েছেন?  
ক নোবেল ঘ জীবনানন্দ পুরস্কার  
গ বাংলা একাডেমি ঘ শিশু একাডেমি
২৩. কোন বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য আল মাহমুদ বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন?  
ক গণিতে ঘ জাতীয় চলচ্চিত্রে  
গ সাহিত্যে ঘ পদার্থবিদ্যায়
২৪. 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?  
ক শামসুর রাহমানের ঘ আল মাহমুদের  
গ আহসান হাবিবের ঘ জীবনানন্দ দাশের

### খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২৫. কবির চেতনাকে তাঁর কাছে কী মনে হয়েছে?  
ক প্রকৃতি ঘ চন্দনের ডাল  
গ সত্যিকার পাখি ঘ বন্য পানলতা
২৬. কবির সৃষ্টির প্রেরণা কী?  
ক আধুনিক শহরজীবন ঘ চিরায়ত গ্রামীণ জীবন  
গ মফস্বল জীবন ঘ প্রকৃতি মগ্ন জীবন
২৭. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চোখের কোটরে কী রং ছিল?  
ক পাকা তরমুজের রং ঘ কাঁচা নারিকেলের রং  
গ সবুজ পাতার রং ঘ কাটা সুপারির রং
২৮. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উল্লিখিত বাতাসের তালে কী দুলাছিল?  
ক কনকলতা ঘ পানলতা  
গ সুপারির ডাল ঘ চন্দনের পাতা
২৯. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় তীব্র লাল ছিল কী?  
ক হাত ঘ চোখ গ চুল ঘ নখ
৩০. লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কোথায় চোখ রাখতে পারছিলেন না?  
ক চন্দনের ডালে ঘ সুপারির ডালে  
গ পানলতার উপর ঘ বন ঝোপে
৩১. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির তন্মত্রে মন্মত্রে কী ভরে আছে?  
ক অর্জুনের ডাল ঘ চন্দনের ডাল  
গ বনচারী ডাল ঘ সেগুনের ডাল
৩২. বন্য ঝোপ দেখে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির মনে কী জেগে উঠেছে?

- ক চেতনা ঘ কল্পনাশক্তি গ প্রেম ঘ ভয়
৩৩. কবি আল মাহমুদ তাঁর চেতনাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?  
ক প্রকৃতি ঘ রূপকথা গ পাখি ঘ বৃক্ষ
৩৪. পাখির ঠোঁট কীসে মাখামাখি হয়ে আছে?  
ক কাদায় ঘ ফলের রসে  
গ সুগন্ধ পরাগে ঘ ফলের মধুতে
৩৫. কবির চেতনা কী রঙের সত্যিকার পাখি?  
ক কালো ঘ লাল গ হলুদ ঘ শাদা
৩৬. কোনটিকে কবি সত্যিকার পাখি মনে হয়েছে?  
ক চেতনাকে ঘ প্রকৃতিকে গ গ্রামকে ঘ শহরকে
৩৭. কাটা সুপারির রং পাখির কোনটিতে ছিল?  
ক পাখির পালকে ঘ চোখের কোটরে  
গ নাকের ভাঁজে ঘ ঠোঁটে
৩৮. পাখির পায়ের রং কী রঙের?  
ক তীব্র লাল ঘ খয়েরি গ তীব্র হলুদ ঘ সবুজ
৩৯. পাখি কীসের ডালে বসে আছে?  
ক শিমুলের ডালে ঘ কড়ইয়ের ডালে  
গ চন্দনের ডালে ঘ আমের ডালে
৪০. চন্দনের ডাল কোথায় ছিল?  
ক গহীন জঙ্গলে ঘ সবুজ অরণ্যে  
গ বনের মধ্যে ঘ ঝোপের মধ্যে
৪১. মাথার ওপরে নিচে কী ছিল?  
ক ঝোপ ঝাড় ঘ বনচারী বাতাস  
গ লতা পাতা ঘ চন্দনের ডাল
৪২. বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?  
ক গাছের ডাল ঘ বন্য পানলতা  
গ চন্দনের ডাল ঘ মগডাল
৪৩. চন্দনের ডাল কীসে ভরে আছে?  
ক পাখ পাখালিতে ঘ তন্মত্রে মন্মত্রে  
গ লাল ফুলে ঘ চন্দন ফুলে
৪৪. 'লোক লোকান্তর' কবিতায় কবি কোথায় চোখ রাখতে পারেন না?  
ক চন্দনের ডালে ঘ বন্য পান লতায়  
গ বন্য ঝোপের ওপরে ঘ সবুজ অরণ্যে
৪৫. 'পা সবুজ, নখ তীব্র লাল'- পঙ্ক্তির অন্তরালে কী আছে?  
ক প্রকৃতির চিত্র ঘ বাংলাদেশের পতাকার রং  
গ বাংলার মানচিত্র ঘ পা ও নখের চিত্র
৪৬. চিরায়ত গ্রাম বাংলায় কবির কী জুড়ে আছে?  
ক মন ঘ হৃদয় গ চোখ ঘ অস্তিত্ব
৪৭. সুগন্ধ পরাগে পাখির কী মাখামাখি হয়ে আছে?  
ক চোখ ঘ পা গ পাখা ঘ ঠোঁট
৪৮. কাটা সুপারির রং পাখির কোনটিতে ছিল?  
ক পাখার পালকে ঘ চোখের কোটরে  
গ নাকের ভাঁজে ঘ ঠোঁটে

৪৯. চেতনার মণি কেমন হয়?

- ক বড়      খ উজ্জ্বল      গ অনুজ্জ্বল      ঘ বাদামি

৫০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কী ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন?

- ক পানলতা      খ সবুজ পা      গ বাঁধুনি      ঘ লোকালয়

৫১. লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনেন?

- ক আহত পাখির গান      খ আহত কবির গান  
গ ব্যথিত মানুষের গান      ঘ শিল্পীর গান

৫২. কবি আল-মাহমুদ তাঁর চেতনাকে পাখি কল্পনা করেছেন কেন?

- ক পাখির প্রতি ভালোবাসায়      খ প্রকৃতির টানে  
গ বন্য প্রকৃতিতে ঘুরতে      ঘ উপদেশ পালনে

৫৩. চেতনা বলতে কী বোঝায়?

- ক মনের জোর      খ আত্মসংযম  
গ জ্ঞান      ঘ কল্পনাশক্তি

৫৪. কবি আল-মাহমুদের চেতনা কোন গাছের ডালে গিয়ে বসেছিল?

- ক হিজল      খ নারিকেল      গ সুপারি      ঘ চন্দন

৫৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উল্লিখিত বাতাসের তালে কী দুলছিল?

- ক মাধবীলতা      খ পানলতা  
গ সুপারির ডাল      ঘ চন্দনের পাতা

৫৬. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনা রূপধারণকারী পাখিটির চারপাশে কী ছিল?

- ক দালানকোঠা      খ মেঘজল  
গ পানলতা      ঘ বনচারী

৫৭. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চোখের কোটরে কী রং ছিল?

- ক পাকা তরমুজের রং      খ কাঁচা নারিকেলের রং  
গ সবুজ পাতার রং      ঘ কাটা সুপারির রং

৫৮. লোকালয় বলতে কী বোঝায়?

- ক বসতি আছে এমন      খ কম মানুষের বসতি  
গ ব্যস্ত জনপদ      ঘ মরুদ্যান

৫৯. 'মনে হয় কেটে যাবে'-এখানে কী কেটে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে?

- ক চেতনার      খ সম্পর্কের বাঁধন  
গ মনের বাঁধন      ঘ প্রকৃতিপ্রেম

৬০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি বন্য সুগন্ধি পরাগে মাখছিলেন কেন?

- ক প্রকৃতিপ্রেমে      খ সৌন্দর্যপীতিতে  
গ বন্য হতে      ঘ বনে অবস্থান করতে

৬১. কবি আল-মাহমুদ পাখি রূপে কোথায় প্রবেশ করেছেন?

- ক প্রসাদে      খ বন্য প্রকৃতিতে  
গ মন্দিরে      ঘ অচিন দেশে

৬২. কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সাথে নিবিড় সম্পর্ক নিহিত রয়েছে কোনটির?

- ক সুগন্ধি কাণ্ডের      খ সৃষ্টির বিজয়ের

- গ চন্দনের      ঘ স্বপ্নসৌধের

৬৩. কবির চেতনার সাথে কোনটি তুলনীয়?

- ক শাদা সত্যিকার পাখি      খ প্রকৃতিপীতি  
গ শব্দসৌধ      ঘ বর্ণপীতি

৬৪. 'সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে মন্ত্রে'-এতে পরিস্ফুট হয়েছে-

- ক জাদুমন্ত্রের কারসাজি      খ ইন্দ্রজাল  
গ সৌন্দর্যের রহস্যময়তা      ঘ সমবেত রঙের উপস্থিতি

৬৫. লোকান্তর বলতে কী বোঝায়?

- ক ইহলোক      গ পরলোক      ঘ সমাজ      ঘ পৃথিবী

৬৬. বাঁধুনি ছিঁড়ে যাওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক প্রেম-ভালোবাসা      খ প্রকৃতি চেতনা  
গ মৃত্যু ভাবনা      ঘ সত্যপীতি

৬৭. "মৃত্যুই চিরন্তন সত্য"-কথাটির সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কোন চরণের মিল রয়েছে?

- ক চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরি  
খ তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়  
গ যখন উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি

ঘ মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি

৬৮. মহৎকর্ম এ পৃথিবীতে চির নমস্য। মনতব্যটির সাথে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মিল কোথায়?

- ক কবির কবিতা      খ কবির চেতনা  
গ বন্য প্রকৃতির ঐশ্বর্য      ঘ চন্দনের সুগন্ধি

৬৯. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির ভয়ের মধ্যে কী লুক্কায়িত রয়েছে?

- ক সামাজিক চেতনা      খ প্রকৃতি চেতনা  
গ মৃত্যু চেতনা      ঘ সৌন্দর্য চেতনা

৭০. বন্য ঝোপ দেখে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির মনে কীসের ভয় জাগ্রত হয়েছে?

- ক মৃত্যুচেতনা      খ শূন্য চিন্তা  
গ কল্যাণ চিন্তা      ঘ সমাজ সচেতনতা

৭১. 'ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি' - দ্বারা কী বোঝায়?

- ক সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধন ছেঁড়া  
খ বাঁধ ভেঙে যাওয়া  
গ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা      ঘ সবকিছু ছিঁড়ে ফেলা

৭২. 'আহত কবির গান'-এখানে কবি আহত কেন?

- ক কবিকে কেউ আঘাত করেছে  
খ স্বপ্ন ও বাস্তবতার টানাপোড়েনে

- গ কষ্টে কবি গান করেন  
ঘ নিঃসঙ্গ বলে কবি আহত হন

৭৩. 'যখন উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি'- পঙ্ক্তি দ্বারা কী বোঝায়?

- ক যখন চোখের মণি প্রখর হয়  
খ যখন কাব্যিক বোধ জেগে ওঠে

- গ যখন চেতনা জেগে ওঠে

- ঘ যখন মনে স্বপ্ন জাগে

৭৪. কবি তাঁর চেতনাকে শাদা সত্যিকার পাখি বলেছেন কোন যুক্তিতে ?  
 ক তাঁর কাব্যবোধ পাখির মতো জীবন্ত বলে  
 খ চেতনা শাদা পাখির মতো বলে  
 গ সত্যিকার পাখি চেতনাময় বলে  
 ঘ চেতনা ও পাখি সমান্তরাল বলে
৭৫. বাংলার ঐতিহ্য অনুযায়ী ফুটে উঠেছে কোন পঙ্ক্তিতে ?  
 ক রূপে তার যেন এত বয়  
 খ বনচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পানলতা  
 গ আমার এ চেতনার মণি  
 ঘ কবিতার আসন্ন বিজয়
৭৬. শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন- পাখির চোখের কোটরে কীসের রং ছিল? ছাত্র কী উত্তর দিয়েছিল ?  
 ক চন্দনের রং খ চেতনার রং  
 গ কাটা সুপারির রং ঘ স্বপ্নের রং
৭৭. ক্লাসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্র মিলু তার সহপাঠীর কাছে জানতে চাইল লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনে? সহপাঠী কোন উত্তরটি দিয়েছিল?  
 ক পাখির গান খ বাতাসের স্বর  
 গ আহত কবির গান ঘ তন্ত্র মন্ত্র
৭৮. ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’- পঙ্ক্তিতে কোন বিষয়টি লক্ষণীয়?  
 ক প্রাণারোপ খ জড়ত্ব গ প্রাণিত্ব ঘ পাখিতত্ত্ব
৭৯. ‘কাটা সুপারির রং’ কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে?  
 ক রঙের বৈচিত্র্য খ জীবনের গভীরতা  
 গ গ্রামীণ ঐতিহ্য ঘ অভিনব সৌন্দর্য
৮০. ‘যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল’- এখানে কোন বিষয়টি গুরুত্বে পেয়েছে?  
 ক চন্দ্রের সৌন্দর্য খ কবিতার ইন্দ্রজাল  
 গ চন্দনের সৌরভ ঘ চন্দন ডালের ঘ্রাণ
৮১. ‘আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি’- পঙ্ক্তিটিতে কোন অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে?  
 ক উপমা খ রূপক গ চিত্রকল্প ঘ উৎপ্রেক্ষা

### গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

৮২. ‘তন্ত্রে মন্ত্রে’ শব্দ দ্বারা ‘লোক লোকান্তর’ কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক মন্ত্রমুগ্ধতায় খ জাদুটোনায়  
 গ ধর্মমন্ত্রে ঘ নাগমন্ত্রে
৮৩. ‘নারি’ শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক নারী খ রমণী গ না পারি ঘ না করি
৮৪. ‘লোকান্তরে’ শব্দের অর্থ কী?  
 ক অন্য লোক খ অন্য লোকে  
 গ অন্য মানুষ ঘ ব্যতিক্রমী লোক
৮৫. ‘পাখি’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
 ক গজ খ তূর্য গ বিহঙ্গা ঘ নীড়
৮৬. ‘ঠোঁট’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
 ক নাসিক্য খ ওষ্ঠ গ অধরা ঘ লোচন

৮৭. ‘চোখ’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
 ক অস্থি খ কপাল গ লোচন ঘ অধর
৮৮. কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে কোনটি সম্পর্কিত?  
 ক চন্দন খ পাখি গ গান ঘ কবিতা
৮৯. শব্দ দিয়ে কবি কী গড়ে তোলেন?  
 ক চেতনার জগৎ খ কাব্য  
 গ স্মৃতি ঘ সৌন্দর্য
৯০. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির চোখের কোটরে কী রং ছিল?  
 ক পাকা তরমুজের রং খ কাঁচা নারিকেলের রং  
 গ সবুজ পাতার রং ঘ কাটা সুপারির রং
৯১. লোকালয় বলতে কী বোঝায়?  
 ক বসতি আছে এমন খ কম মানুষের বসতি  
 গ ব্যস্ত জনপদ ঘ মরুদ্যান
৯২. ‘মনে হয় কেটে যাবে’-এখানে কী কেটে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে?  
 ক চেতনার খ সম্পর্কের বাঁধন  
 গ মনের বাঁধন ঘ প্রকৃতিপ্রেম
৯৩. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি বন্য সুগন্ধি পরাগে মাখছিলেন কেন?  
 ক প্রকৃতিপ্রেমে খ সৌন্দর্যপীতিতে  
 গ বন্য হতে ঘ বনে অবস্থান করতে
৯৪. কবি আল-মাহমুদ পাখি রূপে কোথায় প্রবেশ করেছেন?  
 ক প্রাসাদে খ বন্য প্রকৃতিতে  
 গ মন্দিরে ঘ অচিন দেশে
৯৫. কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সাথে নিবিড় সম্পর্ক নিহিত রয়েছে কোনটির?  
 ক সুগন্ধি কাণ্ডের খ সৃষ্টির বিজয়ের  
 গ চন্দনের ঘ স্বপ্নসৌধের
৯৬. কবির চেতনার সাথে কোনটি তুলনীয়?  
 ক শাদা সত্যিকার পাখি খ প্রকৃতিপীতি  
 গ শব্দসৌধ ঘ বর্ণপীতি
৯৭. “মৃত্যুই চিরন্তন সত্য”-কথাটির সঙ্গে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কোন চরণের মিল রয়েছে?  
 ক চোখ যে রাখতে পারি এত বন্য ঝোপের ওপরি  
 খ তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়  
 গ যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি  
 ঘ মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি

### ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৯৮. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির চেতনায় কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে?  
 ক মৃত্যুপীতি খ সুগন্ধিপীতি  
 গ পাখিপীতি ঘ প্রকৃতিপীতি
৯৯. কবি আল মাহমুদ তাঁর চেতনাকে পাখি কল্পনা করেছেন কেন?  
 ক শখের বশবর্তী হয়ে খ প্রকৃতির টানে

গ বন্য প্রকৃতিতে ঘুরতে ঘ উপদেশ পালনে

১০০. চেতনা বলতে কী বোঝায়?

ক বিবেক ঘ আত্মসংযম গ জ্ঞান ঘ কল্পনাশক্তি

১০১. কবি আল-মাহমুদের চেতনা কোন গাছের ডালে গিয়ে বসেছিল?

ক তুলা ঘ নারিকেল গ সুপারি ঘ চন্দন

১০২. 'লোক-লোকান্তর' কী ধরনের কবিতা?

ক পরজৈবনিক ঘ আত্মজৈবনিক

গ প্রাকৃতিক ঘ চেতনামূলক

১০৩. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার নাম আর কী হতে পারত?

ক শাদা পাখি ঘ তুচ্ছ সমাজ ধর্ম

গ আহত কবির গান ঘ চন্দনের ডাল

১০৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতাকে কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা বলা হয়েছে, কারণ—

ক কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে

খ কবির কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে

গ কবির অস্তিত্বের সন্ধান নির্ণীত হয়েছে

ঘ কবির সৌন্দর্য চেতনা ও ভীতির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে

১০৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির চেতনায় কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক মৃত্যুপ্রীতি ঘ সুগন্ধিপ্রীতি গ পাখিপ্রীতি ঘ প্রকৃতিপ্রীতি

**উ** বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

১০৬. কবিতায় লাল ও সবুজ রঙের ব্যবহারের কারণ কী?

i. বাংলার প্রকৃতি সবুজ

ii. সৌন্দর্যের জন্য

iii. বাংলাদেশের পতাকার রং লাল সবুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. 'লোক থেকে লোকান্তর' এর সমান্তরাল নিচের যে পঙ্ক্তিগুলো—

i. জন্ম থেকে জন্মান্তরে

ii. সীমা থেকে অসীম

iii. কাছ থেকে দূরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. 'মনে হয় কেটে যাবে'— পঙ্ক্তিটির গভীরে যে বিষয়টি লুক্কায়িত—

i. সংশয় ii. আশঙ্কা

iii. উদ্বেজনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. 'বন'—এর সমার্থক শব্দ হলো—

i. অরণ্য

ii. শ্বাপদ

iii. অরণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় মৃত্যুচেতনা জগত হয়েছে—

i. কবির

ii. পাখির

iii. কবিচেতনার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ঘ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. লোক থেকে লোকান্তর বলতে বোঝায়—

i. ইহলোক থেকে পরলোক

ii. দুনিয়া থেকে আখিরাত

iii. মর্ত থেকে স্বর্গ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় যে রঙের নাম উল্লেখ আছে—

i. লাল-নীল

ii. সবুজ-শাদা

iii. লাল-সবুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ঘ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. চেতনা ও পাখির মধ্যে কবি যে মিলগুলো খুঁজে পেয়েছেন—

i. সবুজ অরণ্যচারী

ii. উড়ে গিয়ে ডালে বসা

iii. উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি পড়ে একজন ছাত্র জানতে পারবে—

i. পাখির স্বভাব

ii. গ্রামীণ ঐতিহ্য

iii. কবিতার সৃষ্টি রহস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অনুসারে পৃথিবীতে মানুষ—

i. চিরস্থায়ী

ii. ক্ষণস্থায়ী

iii. সৌন্দর্যের পূজারি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. লোক-লোকান্তর বলতে বোঝায়—

i. ইহলোক

ii. পরলোক

iii. ইহলোক ও পরলোক



নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ i ও iii      গ iii      ঘ i, ii ও iii

### চ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৭ ও ১১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ  
চুনি উঠল রাঙা হয়ে  
আমি চোখ মেললুম আকাশে জ্বলে উঠল আলো  
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম পুবে পশ্চিমে সুন্দর  
সুন্দর হলো সে।

১১৭. উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক একতান      খ সেই অস্ত্র  
গ লোক-লোকান্তর      ঘ সাম্যবাদী

১১৮. উভয় স্থানে সাদৃশ্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয় কোনটির ইজিত?

- ক বাস্তবগত      খ অতিন্দ্রিয়  
গ চেতনাগত      ঘ সৃষ্টিশীলতা

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৯ ও ১২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আদিবা রূপ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু সে নিজে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করে না, এমনকি সৃজনশীল মৌলিক কিছু করার আগ্রহও তার নেই। কেবল নিজের সৌন্দর্যচর্চা নিয়েই ব্যস্ত।

১১৯. শব্দসৌধ বলতে কী বোঝায়?

- ক কাব্যসৃষ্টির উৎস      খ শব্দমালার বিজয়  
গ কবিতা      ঘ সাহিত্য সৃষ্টি

১২০. আদিবার সাথে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবিসত্তার কী প্রকাশ পেয়েছে?

- ক চেতনার পার্থক্য      খ উপলব্ধির বিভেদ  
গ ধারণার প্রভেদ      ঘ নিজের মধ্যে থাকা

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২১ ও ১২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৃষ্টির আবেগ ও শক্তি ঝড়ো বাতাসের চেয়েও গতিময়।  
আবেগ সৃষ্টি হলে মুহূর্তের মধ্যে তার সুফল দেখা যায়।  
তবে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুই-ই হতে পারে।

১২১. সৃষ্টির প্রেরণায় কবি কী হন?

- ক উজ্জ্বল      খ উদ্বুদ্ধ  
গ উদ্বুদ্ধ ও উজ্জ্বল      ঘ ভীত সন্ত্রস্ত

১২২. সৃষ্টির আবেগ ও উন্মাদনা ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির চেতনায় এনেছে—

- i. ভয়ানক ভয়  
ii. আকস্মিক মৃত্যুভাবনা  
iii. সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাকিবের প্রকৃতির প্রতি অসীম টান। সর্বদাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তার মন উদগ্রীব থাকে। তাই সে চোখ বন্ধ করলেই স্বপ্নে দেখে সবুজ প্রকৃতি।

১২৩. উদ্দীপকের রাকিবের সঙ্গে কবি আল মাহমুদের মিল রয়েছে—

- i. প্রকৃতিপ্ৰীতিতে  
ii. কল্পনাপ্রবণতায়  
iii. অনুভূতি শক্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i      খ ii      গ i ও ii      ঘ i, ii ও iii

১২৪. মিলের প্রসঙ্গ ছাড়াও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে—

- ক সম্পর্কের টানাপড়েন      খ মৃত্যুচেতনা  
গ পাখিপ্ৰীতি      ঘ প্রকৃতিচেতনা

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫–১২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি মুগ্ধ করে আবিদকে সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে তার আনন্দ। কখনো কখনো তার মনে হয় সে নিজেই সবুজ ঘাস হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে।

১২৫. উদ্দীপকের আবিদ ও লোক-লোকান্তর কবিতার কবির মিল কোথায়?

- ক প্রকৃতি চেতনায়      খ কাব্যচেতনায়  
গ চিন্তাচেতনায়      ঘ ভাষাচেতনায়

১২৬. উদ্দীপকের আবিদের ঘাস হয়ে ওঠা ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কোন বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেয়?

- ক বন্য পানলতার বাতাসে দোলা      খ চেতনাকে পাখির মনে হওয়া

- গ আত্ম কবিতার বিজয়      ঘ আহত কবির গান

১২৭. উদ্দীপকের আবিদ ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবির নিবিড় প্রকৃতি প্রেমের অন্তরালে আছে কোন বিষয়টি?

- ক কাব্যপ্রেম      খ বৃক্ষপ্রেম  
গ স্বদেশপ্রেম      ঘ পাখিপ্রেম

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৮–১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবি শওকত একদিন উপলব্ধি করলেন, যখন তার ভেতরে কবিতার বোধ তৈরি হয়, তখন শরীরে তীব্র এক কাঁপুনি আসে। তখন তাঁর মনে হয় তিনি যেন অন্য কেউ, যার কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম সব কিছুই নগণ্য।

১২৮. উদ্দীপকের শওকতের ‘কাঁপুনির সঙ্গে’ ‘লোক লোকান্তর’ কবিতার কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক চেতনার পাখি হয়ে ওঠা      খ চেতনার মণি উজ্জ্বল হওয়া  
গ সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি      ঘ চন্দনের ডালে বসা

১২৯. উদ্দীপকের শব্দকতের কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কী বলা হয়েছে?

- ক ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি গু আহত কবির গান  
গ কবিতার আসন্ন বিজয় ঘ রূপ তার যেন এত ভয়

১৩০. উদ্দীপক ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় আছে—

i. কবিতার জন্ম কথা

ii. কাব্যশক্তির কাছে সমাজ সংসার তুচ্ছ

iii. কবির সৈরাচারী মনোবৃত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

### ➡ বাড়ির কাজ

- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি তার আপন সত্তাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন— ব্যাখ্যা কর।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নানা অনুযোজ্য ব্যবহারে তার প্রকাশ ফুটিয়েছেন— ব্যাখ্যা কর।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবি ও কবিতা এমনকি প্রকৃতির সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম করেছেন— ব্যাখ্যা কর।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যে এতটাই নিমগ্ন যে আপন সত্তাকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন— আলোচনা কর।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় সৌন্দর্যের বিষয়টি কবির চেতনাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন— বিশ্লেষণ কর।

### ➡ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- কবি আল মাহমুদ নিজের চেতনাকে একটি সত্যিকারের শাদা পাখির সাথে তুলনা করেছেন।
- সবুজ অরণ্যে বসে থাকা ও পাখির ঠোঁট সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি, চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং, পা সবুজ এর নখ তার লাল।
- পাখির অতি উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দিকে কবি তাকাতো পারেন না। কবির ভয় হয়। যেন কল্পিত পাখির রূপ কেটে গেলে সমস্ত বাঁধুনি ছিঁড়ে যাবে। তুচ্ছ হয়ে যাবে সমাজ, সংসার আর লোকালয়।
- কবির শাগিত চেতনার পাখি জন্ম দেয় কবিতা। এ কবিতার বিজয় আসন্ন।
- একটি সত্যিকার শাদা পাখি বলতে কবি নিজের চেতনাকে বুঝিয়েছেন। কবির কাছে আত্মচেতনা শাদা পাখির মতোই শুভ্র ও জীবন্ত।
- বনচারী বাতাস বলতে বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাতাসকে বোঝানো হয়েছে।
- আসন্ন বলতে নিকট অতীতকে বোঝায়। যেখানে লোকজন বাস করে। সে স্থানকেই লোকালয় বলে।
- আহত কবির গান বলতে কবির হৃদয়ের দুঃখানুভূতিকে বোঝায় যে কবি আশা হারিয়ে আহত।
- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি ‘লোক-লোকান্তর’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
- এ কবিতায় কবি কবিতাকে সত্যিকারের শাদা পাখির সাথে তুলনার মাধ্যমে মূলত কবিতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।
- প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানব মনের সজীব কল্পনায় কবিতার বসবাস, সমাজ, সংসার, ধর্ম লোকালয় সব কিছুই কবিতার প্রাণ সজীবতার কাছে তুচ্ছ এবং কবিতার বিজয় আসন্ন – এটাই ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার মূল চেতনা।

## টেক্সট বুক অ্যানালাইসিস

### ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- কবি আল মাহমুদ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?  
উত্তর : কবি আল মাহমুদ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- কবি আল মাহমুদের পিতার নাম কী?  
উত্তর : কবি আল মাহমুদের পিতার নাম আব্দুর রব মির।
- কবি আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করেন?

উত্তর : কবি আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

- কবি আল মাহমুদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : কবি আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

- কবির আলমাহমুদের প্রকৃত নাম কী?

উত্তর : কবি আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।

- আল মাহমুদ দীর্ঘদিন কোন পেমার সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর : আল মাহমুদ দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

৭. আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ কী তৈরি করেন?

উত্তর : আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ এক অনন্য জগৎ তৈরি করেন।

৮. ‘লোক-লোকান্তর’ কে রচনা করেন?

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ আল মাহমুদ রচনা করেন।

৯. ‘লোক-লোকান্তর’ আল মাহমুদের কোন ধরনের গ্রন্থ?

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ।

১০. আল মাহমুদের শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর : আল মাহমুদের শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থের নাম ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে।’

১১. আল মাহমুদ দৈনিক গণকণ্ঠ ও ‘দৈনিক কর্ণফুলী’ পত্রিকার কোন পদে নিয়োজিত ছিলেন?

উত্তর : আল মাহমুদ দৈনিক গণকণ্ঠ ও ‘দৈনিক কর্ণফুলী’ পত্রিকার সম্পাদক পদে নিয়োজিত ছিলেন।

১২. কবি আল মাহমুদ কোন পদে থাকা অবস্থায় শিল্পকলা একাডেমি থেকে অবসর নেন?

উত্তর : কবি আল মাহমুদ শিল্পকলা একাডেমি থেকে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় পদত্যাগ করেন।

১৩. ‘ডাহুকী আল মাহমুদের কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : ‘ডাহুকী’ আল মাহমুদের রচিত উপন্যাস।

১৪. কবির তাঁর চেতনাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উত্তর : কবি তাঁর চেতনাকে সত্যিকার শাদা পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৫. কবির চেতনার পাখি কোথায় আছে?

উত্তর : কবির চেতনার পাখি সবুজ অরণ্যে আছে।

১৬. কোথায় বনচারী বাতাসের তাল দেখা যায়?

উত্তর : মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তাল দেখা যায়।

১৭. চেতনার পাখির পায়ের রং কেমন?

উত্তর : চেতনার পাখির পায়ের রং সবুজ।

১৮. চেতনার পাখির নখের রং কেমন?

উত্তর : চেতনার পাখির নখের রং তীব্র লাল।

১৯. চেতনার পাখির তন্ত্রে মন্ত্রে কী ভরে আছে?

উত্তর : চেতনার পাখির তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল।

২০. কখন কবির মনে হয় যে সমস্ত বাঁধুনি ছিঁড়ে যাবে?

উত্তর : যখন চেতনার মণি উজ্জ্বল হয় তখন কবির মনে হয় সমস্ত বাঁধুনি ছিঁড়ে যাবে।

২১. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কোথায় সমাজ, সংসার ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে?

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় লোকালয়ে সমাজ, সংসার, ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে।

২২. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় বনচারী বাতাসের তালে বন্য পানলতা দোলে।

২৩. সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে কার ঠোঁট?

উত্তর : সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে চেতনার পাখির ঠোঁট।

২৪. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি কোন জাতীয় কবিতা?

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি আত্ম পরিচয়মূলক কবিতা।

২৫. পাখিতুল্য কবির সন্তায় কী বিরাজমান?

উত্তর : পাখিতুল্য কবির সন্তায় সুন্দর ও রহস্যময়তা বিরাজমান।

### খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘তাকাতে পারি না আমি’- কবি কোথায় তাকাতে পারেন না? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : প্রকৃতির রং রূপ রেখা যখন তুচ্ছ হয়ে যায় তখন কবি তাকাতে পারেন না।

কবির বাংলার অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। এই প্রকৃতিই তাঁর কাব্য সৃষ্টির একমাত্র অবলম্বন। প্রকৃতিই কবিকে দিয়েছে কাব্যসত্তার প্রকাশ। কিন্তু এই প্রকৃতি যখন তার সৌন্দর্য হারায় তখন কবি তাঁর ভাষা হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতির রং, রূপ যখন তিনি দেখতে পান না তখন চারদিকে কবি দৃষ্টি দিতে পারেন না। মূলত প্রকৃতির সৌন্দর্যই তন্ত্রে মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে দিয়েছে কবির সৃষ্টি।

২. কবির কাছে কেন সমাজ, সংসার, ধর্ম তুচ্ছ মনে হয়?

উত্তর : কবি পৃথিবীর কোন বিধি বিধান, নিয়মকানুন মানেন না বলে তাঁর কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম তুচ্ছ মনে হয়।

কবির কাছে প্রকৃতি অনেক বড়। কবির অস্তিত্বের স্বরূপ হলো প্রকৃতি। প্রকৃতির সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোন বিধি-বিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোন ধর্ম, কোন সমাজ সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি থাকেন না। তখন কবির কাছে সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়।

৩. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির চেতনার পাখি কী দেখে? - ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবির চেতনার পাখি গ্রাম বাংলার প্রকৃতি দেখে।

কবির চেতনার সত্যিকারের শাদা পাখি সবুজ অরণ্যে চন্দনের ডালে বসে থাকে। চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনার পাখির ওপরে নিজে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা প্রকৃতির এই রহস্যময় সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ এবং কাব্যভাষা।

৪. ‘দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং’- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

**উত্তর :** ‘দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং’ বলতে কবি গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপকে বুঝিয়েছেন, যা কবির অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান।

গ্রামবাংলার রূপ প্রকৃতি কবির দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রঙের মতো। চিরায়ত বাংলার রূপ দেখে কবি মুগ্ধ। যতদূর কবি দৃষ্টি দেন তাতেই দেখতে পান বাংলার অফুরন্ত রং। বাংলার সবুজ প্রকৃতি তীব্র লাল সূর্য যেন প্রকৃতিতে আকাশকে মেলে দিয়েছে এক নিসর্গ অনুভূতি। কবির চেতনার পাখির রূপে কবি যেন বাংলার প্রকৃতিকেই দেখতে পান।

৫. ‘কবিতার আসন্ন বিজয়’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

**উত্তর :** কবির প্রকৃতির নিসর্গ উপলব্ধির মধ্যে কাব্যভাষা খুঁজে পান, তখন তাঁর কবিতার ভাষা পরিপূর্ণতা পায় বলে কবি কবিতার আসন্ন বিজয় বুঝিয়েছেন।

কবি চেতনায় সত্যিকারের স্বপ্নাণ এক অস্তিত্ব। কবির প্রাণের মধ্যে সৃষ্টি মধ্যে কাব্যের ভাষার মধ্যে তাঁর বসবাস। কবির কাব্যভাষা সৃষ্টির প্রেরণা চিরায়ত গ্রাম্য জীবন। সেখান থেকেই কবি গড়ে তোলেন কবিতার শব্দসৌধ। সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উদ্ভীর্ণ হয় কবিতার বিজয়।

## ► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

### ১ প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১। উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘বাংলার নীল সন্ধ্যা— কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে পৃথিবীর কোনো পথে এ কন্যারে দেখিনিকো— দেখি নাই অত অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত জানি নাই এত স্নিগ্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে পৃথিবীর কোনো পথে।

ক. কবির চেতনার পাখিটি কোন রঙের?

খ. ‘আর দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং’ পা সবুজ, নখ তীব্র লাল’— এই পঙ্ক্তিটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘লোক- লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লোক- লোকান্তর’ কবিতার কবির সৌন্দর্য চেতনার স্বরূপ অভিনু।”— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. কবির চেতনার পাখিটি শাদা রং এর।

খ. পঙ্ক্তিটি দ্বারা কবি তার চেতনায় গ্রাম-বাংলার নিসর্গ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

কবির চেতনার চিরায়ত গ্রাম-বাংলা এক অভিনব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। দৃষ্টিতে তার কাটা সুপারির রং। সবুজ পা আর তীব্র লাল নখ যেন মাটি আর আকাশে ছড়িয়ে পড়া কবির দৃষ্টিতে বাংলার পতাকাও নিসর্গ-উপলব্ধির ব্যাপ্ত প্রকাশ ঘটে।

### ২ টিপস

গ. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি তার আপন সত্তাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। উদ্দীপকেও তেমনি প্রকৃতির এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি আকাশের মেঘকে রূপসী কন্যার এলো কেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ‘লোক- লোকান্তর’ কবিতার কবিও প্রকৃতির সৌন্দর্যে এতটাই নিমগ্ন যে আপন সত্তাকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন— আলোচনা করো।

প্রশ্ন ২। উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘কবিতা লিখতে গিয়ে আমি নিজেই কবিতা হয়ে যাই। এক কবিতা লিখে আরেক কবিতাকে। এক রং রাঙায় আরেক রঙকে। এ যেনো জল আর ঢেউয়ের নিপুণ জলখেলা।’

ক. ‘লোকালয়’ শব্দের অর্থ জনপদ।

খ. ‘কবিতার আসন্ন বিজয়’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কোন দিকটিকে প্রতিনিধিত্ব করে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার আংশিক ভাবে ধারণ করেছে, পুরোটা নয়।”— উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. ‘লোকালয়’ শব্দের অর্থ জনপদ।

খ. ‘কবিতার আসন্ন বিজয়’ বলতে কবির চেতনায় সৃষ্ট শব্দ সৌধ বাস্তবতার ভূমিতে উদ্ভীর্ণ হয়ে সার্থক কবিতায় রূপলাভকে বোঝানো হয়েছে।

কবিতা কবির চেতনায় রূপ লাভ করে। যা কবি শব্দের গাঁথামালায় প্রকাশ করেন। আর কবির চেতনাজাত কাব্যরূপ যখন বাস্তব

ব জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উদ্ভীর্ণ হয়, তখনই জয় হয় কবিতার। এ বিষয়টিকেই কবি কবিতার আসন্ন বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।

➔ টিপস

- গ. উদ্দীপকের কবি যেমন কবিতার সঙ্গে একাত্ম, তেমনি, ‘লোক-লোকান্তর’ কবি ও কবিতা এমনকি প্রকৃতির সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম করেছেন— ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে কবি কবিতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখেছেন। কিন্তু ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কবি নিজেকে শুধু কবিতার সঙ্গে একাত্ম করেই ক্ষান্ত হননি বরং প্রকৃতিকে একাত্ম করে রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করেছেন— আলোচনা কর।